অথ মুখরমৌনতা

আনন্দতীর্থ

[লেখক উত্তরাখণ্ডের সন্ন্যাসী। প্রাণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিয়ে তিনি দেবভূমির মহিমা কীর্তন করেছেন। একইসঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ মনন লিপিবদ্ধ করেছে প্রকৃতির বুকের উপর মানুষের নিষ্ঠুর অত্যাচার-অনাচারের কাহিনি। মেঘভাঙা বৃষ্টি ও গান্ধি সরোবরে ভাঙনের ফলে উত্তরাখণ্ডের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারণগুলিও বিশ্লেষণ করেছেন তিনি।]

বহুকথিত বহুশ্রুত কথাটি এখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে। সেই পায়ে চলার যুগে কেদারদর্শনে গিয়েছিল একদল গ্রামবাসী। শোণপ্রয়াগের কাছে তাদের দলের একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে, দলের অন্যতম উদারমনা এক যুবক তার সেবায় ব্রতী হয়ে পড়েছিল। বাঁচাতে পারেনি সহযাত্রীকে। সেখানেই মৃত্যু হল তার। স্থানীয় লোকেদের সহযোগিতায় মৃতের যথাযথ সৎকারাদি করে কর্তব্যমুক্ত হল যুবকটি। তারপর দ্রুত চলল কেদারদর্শনে। গৌরীকুণ্ড থেকে চোদ্দো কিলোমিটার আরোহে সে যখন 'দেওদেখানি'-র সমতলভূমিতে পৌঁছল তখন তার দলের সহযাত্রীরা দর্শনাদি শেষ করে ফিরে আসছে। বেলা শেষ হয়ে আসছে দেখে যুবকটি দ্রুত পা চালায়। যখন সে মন্দিরপ্রাঙ্গণে পা রাখছে, তখন কোনও যাত্রী নেই। মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে, প্রাঙ্গণও নিস্তব্ধ। হতাশায় ভেঙে পড়ল যুবক।

সহসা সে দেখতে পেল পূজারি রাওয়ালজীকে। পূজারি আশ্বস্ত করে যুবককে—"এখন বিশ্রাম করো, প্রসাদ পাও, কাল সকালে দর্শন করবে কেদারনাথকে।"

"কাল সকালে? মন্দির এখনও বন্ধ হয়নি?" আশ্বস্ত হয় যুবকটি। পূজারির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে সে প্রসাদ পায়। গরম কম্বল পায়—ঘুমিয়েও পড়ে। অবশেষে নিশার অবসান হয়, যুবকটি দেখে পূজারি নেই, মন্দিরের দ্বার খোলা। সে এগিয়ে যায় মন্দিরের দিকে। প্রাণভরে কেদারনাথ দর্শন-স্পর্শন করে মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখে নিচের থেকে দলে দলে যাত্রীরা উঠে আসছে।

যুবকটির দেখা হয়ে যায় তাদেরই গ্রাম থেকে আসা একদল দর্শনার্থীর সঙ্গে। তারা সবিস্ময়ে যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করে, "কোথায় ছিলে বাছা? ছমাস ধরে তোমার বাড়ির সকলে যে ভীষণ চিন্তায় রয়েছে! তোমার সঙ্গীসাথি সব ফিরে গেল, আর তুমি কোথায় রয়ে গেলে এতদিন?"

যুবকটির মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। গতকাল সন্ধ্যা আর আজকের সকালের মধ্যে কেটে গেছে ছমাস? তাহলে কে সেই পূজারি? যিনি একটি